بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিভি) প্রণীত

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের উপর

আমাদের পর্যালোচনা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও আমাদের প্রত্যাশা

একটি রাষ্ট্রের নাগরিকের উপর সে রাষ্ট্রের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব ও অবদান অপরিসিম। প্রত্যেক নাগরিকের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা কোন না কোনভাবে প্রভাবিত করে। তার চিন্তা-চেতনা, ধ্যান ও ধারণা, আদর্শ ও নৈতিকতা গঠনে জাতীয় শিক্ষাক্রম গভীর প্রভাব রাখে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাই জাতির প্রত্যাশা অনেক বেশি থাকে। বিশেষত আলিমসমাজের প্রত্যাশা ও দাবী থাকে, যেন জাতীয় শিক্ষাক্রম এ জাতির সন্তানদেরকে এমন কোন চিন্তা ও আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত না করে যা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও মুসলিম জাতিসত্তার স্বার্থবিরোধী।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২৩ বাস্তবায়নের পর দেশের সচেতন নাগরিক ও আলিম সমাজের পক্ষ থেকে পাঠ্যপুস্তকের সুনিদৃষ্ট অংশের উপর আপত্তি তোলা হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে দুটি পাঠ্যপুস্তক প্রত্যাহারও করে নিয়েছে এনসিটিবি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ২০২৪ সালের পাঠ্যপুস্তকে গত বছরের কিছু বিষয় সংশোধন করা হলেও রয়ে গেছে পূর্বের অনেকগুলো সমস্যা। দায়িত্বশীল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ ও জাতির প্রতি নাসিহাহ হিসেবে আমরা তার পর্যালোচনা পেশ করছি।

যা কিছু রয়ে গেছে

ডি-ইসলামাইজেশন

মুছে ফেলা হয়েছে সালাম

২০২৩ সালে নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের পর থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলোতে এমন কিছু পরিবর্তন দেখা গেছে যা ইতিপূর্বে ছিলো না। বিশেষত ইসলামি

সংস্কৃতি ও আদর্শের চিহ্নগুলোকে মুছে ফেলার একটা অপচেষ্টা দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

যেমন, ২০২২ শিক্ষাবর্ষে ইবতিদায়ী প্রথম শ্রেণীর ইংলিশ ফর টু ডে বইতে শিক্ষার্থীদের পরস্পর কথোপকথনের সময় সালাম বিনিময় শেখানো হচ্ছিলো।

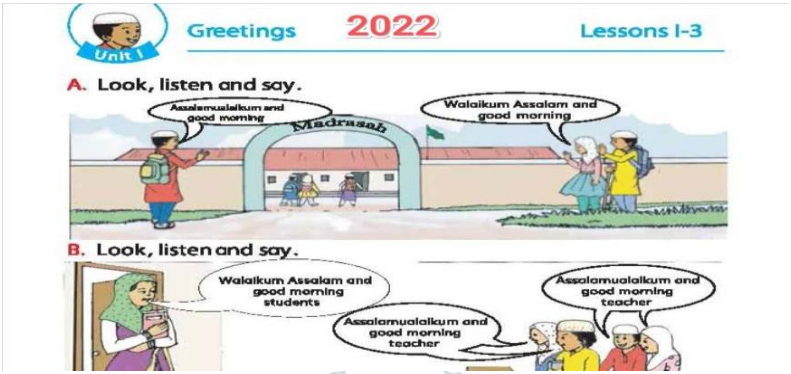

২০২৩ সালে সালাম মুছে ফেলে সেখানে ‘গুড মর্নিং’, ‘হাই’, ‘হ্যালো’ ইত্যাদি শব্দ দেয়া হয়েছিলো। ২০২৪ শিক্ষাবর্ষেও তা অব্যাহত আছে।

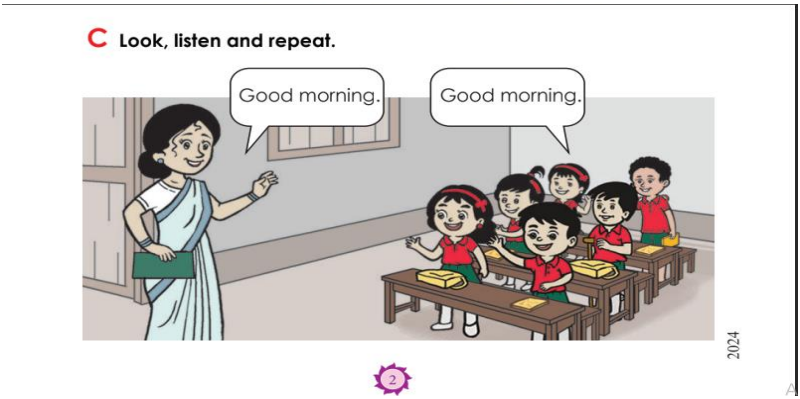

২০২৪ সালের ইবতিদায়ী প্রথম শ্রেণীর ইংলিশ ফর টু ডে, ২ নং পৃষ্ঠা

বদলে দেয়া হয়েছে পোশাক

একইভাবে বিগত বছরের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে ইবতিদায়ী শ্রেণীর শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের হিজাব, টুপি ও পাঞ্জাবী পরিহিত অবস্থায় দেখানো হলেও ২০২৪ সালের পাঠ্যপুস্তকে তাদেরকে উপস্থাপন করা হয়েছে হিজাবহীন এবং টুপিহীন

অবস্থায়। যা প্রচ্ছন্নভাবে শিক্ষার্থীদের মন ও মনন থেকে ইসলামি পোশাক ও সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা বলে অভিযোগ করা হচ্ছে।

সালামের পরিবর্তে 'হ্যালো'। ইবাতিদায়ী ২০২৪ প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক।

আত্মপরিচয়ে নেই ধর্মের স্থান

শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন স্থানে নিজের আত্মপরিচয় শেখানো হয়েছে। শেখানে শিক্ষার্থীর পছন্দ, প্রিয় ব্যক্তি, প্রিয় কাজ সবকিছু স্থান পেলেও স্থান পায় নি ধর্ম।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ৭ম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বই; ১৮ পৃষ্ঠা

দেশীয় সংস্কৃতির নামে পশ্চিমা ও শিরকি সংস্কৃতি

শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন অপসংস্কৃতির সঙ্গে।

সপ্তমশ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইতে দেশীয় রীতিনীতির নামে শেখানো হচ্ছে পহেলা বৈশাখ, মুখেভাত ও প্রণামের মত অপসংস্কৃতি।

বলল, হ্যাঁ আপা, সবগুলোই আনন্দের খবর। খুশি আপা বললেন, ভালো কিছু হলে অন্যদের 'মিষ্টিমুখ করানো' আমাদের সমাজের একটা নিয়ম। এবার চলো একটা মজার কাজ করি।খুশি আপা ওদের নিচের ছবিগুলো দেখিয়ে জানতে চাইলেন, ছবিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ওরা ছবি দেখে বর্ণনা দিল, কারো সাথে দেখা হলে সালাম বিনিময় করা, বড়দের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা, মালা বদল, পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ খাওয়া। খুশি আপা: এগুলোও আমাদের সমাজে প্রচলিত নিয়ম। এ রকম আর কোনো নিয়মের কথা কি তোমাদের মনে পড়ছে?

আয়েশা: একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারে ফুল দেওয়া।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের ৯৫ ও ৯৬ পৃষ্ঠা

গত বছরের ন্যায় এ বছরও চতুর্থশ্রেণীর কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের সংস্কৃতি শিরোনামে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে পহেলা বৈশাখ, গায়ে হলুদ ও জন্মদিনের সঙ্গে।

আচার অনুষ্ঠান ও সংগীত

আমাদের জীবনে বিভিন্ন সময়ে অনেক রকম অনুষ্ঠান হয়। নিচে সেরকম তিনটি ছবি দেওয়া হলো :

মুখেভাত

গায়ে হলুদ

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের চতুর্থ শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচিত বই; ৮৪ পৃষ্ঠা

শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্নভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে অপসংস্কৃতির সঙ্গে। যার আরেকটি নমুনা ইবতিদায়ি প্রথম শ্রেণীর আমার বাংলা বই;

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ইবতিদায়ি ১ম শ্রেণীর আমার বাংল বই; ৫৯ পৃষ্ঠা

তৃতীয় শ্রেণীর কোমলমতি শিক্ষার্থীদের দেশীয় সংস্কৃতির নামে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে মঙ্গল শোভাযাত্রা আর ঢোল তবলার সঙ্গে

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের তৃতীয় শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বই; ৩৯পৃষ্ঠা

প্রাক প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকগুলোর মাঝে এমন উদাহরণ অসংখ্য।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে অনেকটা অপ্রাসাঙ্গিকভাবেই তুলে আনা হয়েছে ছায়ানট ও রমনাবটমূলের ছবি।

রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্যে গান, নৃত্য, যন্ত্রসংগীত, প্রশিক্ষণ ও প্রচারে ছায়ানট নিরলসভাবে ভূমিকা পালন করে চলেছে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

৮৩

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ৮ম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বই; ৮৩ পৃষ্ঠা

ট্রান্সজেন্ডার

পশ্চিমাদের বিকৃত মতবাদ আমাদের পাঠ্যপুস্তকে

বিকৃত ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের প্রচারণা নিয়ে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক সমাজ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। গত শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকে 'শরীফার গল্প' নামের লেখাটি নিয়ে সচেতন মহলে ব্যাপক সমালোচনা সৃষ্টি হয়েছিলো। এক পর্যায়ে এনসিটিবি ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর দুটি বই পাঠ্যক্রম থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে আবারও সেই বিদঘুটে বিকৃত মতবাদের প্রচারণায় 'শরীফার গল্প' নামক লেখাটি ছাপা হয়েছে।

নতুন পরিচয়

পরের ক্লাসে খুশি আপা একজন অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। তিনি বললেন, ইনি ছোটবেলায় তোমাদের স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। আজ এসেছেন, নিজের স্কুলটা দেখতে। সুমন জানতে চাইল, আপনার নাম কী? তিনি বললেন, আমার নাম শরীফা আকতার।

শরীফা

শরীফা বললেন, যখন আমি তোমাদের স্কুলে পড়তাম তখন আমার নাম ছিল শরীফ আহমেদ। আনুচিং অবাক হয়ে বলল, আপনি ছেলে থেকে মেয়ে হলেন কী করে? শরীফা বললেন, আমি তখনও যা ছিলাম এখনও তাই আছি। নামটা কেবল বদলেছি। ওরা শরীফার কথা যেন ঠিকঠাক বুঝতে পারল না।

আনাই তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার বাড়ি কোথায়? শরীফা বললেন, আমার বাড়ি বেশ কাছে। কিন্তু আমি এখন দূরে থাকি। আনাই মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি, আমার পরিবার যেমন অন্য জায়গা থেকে এখানে এসেছে, আপনার পরিবারও তেমনি এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। শরীফা বললেন, তা নয়। আমার পরিবার এখানেই আছে। আমি তাদের ছেড়ে দূরে গিয়ে অচেনা মানুষদের সঙ্গে থাকতে শুরু করেছি। এখন সেটাই আমার পরিবার। তাদের অবাক হতে দেখে শরীফা এবার নিজের জীবনের কথা বলতে শুরু করলেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ৭ম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বই; ৩৯ পৃষ্ঠা

মানবলিঙ্গ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে মানবলিঙ্গ সম্পর্কে উদ্ভট ও বিভ্রান্তিকর ধারণা দেয়া হচ্ছে পাঠ্যপুস্তকে। শারীরিকভাবে মেয়ে হলেও মনে মনে ছেলে, আবার শারীরিকভাবে ছেলে হলেও মনে মনে মেয়ে; এমন উদ্ভট কথা জায়গা পেয়েছে ৭ম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে।

লিঙ্গ বৈচিত্র্য ও জেন্ডারের ধারণা

আলোচনা করতে করতে একসময়ে হান্না বলল, আমার মনে হচ্ছে, আমরা যে মানুষের শারীরিক গঠন দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়। মামুন বলল, তাই তো! আমরা

শরীফার জীবনের গল্প শুনলাম, যিনি দেখতে ছেলেদের মতন, কিন্তু মনে মনে তিনি একজন মেয়ে। তার কাছে এমন একজনের কথা জানলাম, যিনি দেখতে মেয়েদের মতো কিন্তু মনে মনে তিনি ছেলে।

খুশি আপা: আমরা চারপাশে দেখে এবং অন্যদের কাছে শুনে জেনেছি যে, শারীরিক গঠন একটা নির্দিষ্ট ধরনের হলে সে ছেলে হয়, অন্য আরেকটা ধরনের হলে সে মানুষটা মেয়ে হয়। ছেলেদের গলার স্বর মোটা, মেয়েদের চিকন। মেয়েরা সাজগোজ করে, তাদের লজ্জা বেশি, তাদের মন নরম হয়। সাধারণত ছেলেরা সাজগোজ করে না, লজ্জা কম পায়, তারা বাইরে যেতে পছন্দ করে। আমরা এগুলোকেই স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিচ্ছি।

ফাতেমা: কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, ছেলেমেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাজ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই।

খুশি আপা: ঠিক বলেছ!

সুমন: আমার মনে হচ্ছে, আমরা যেমন করে ভাবছি, অনেকেই তার চেয়ে ভিন্ন রকম করে ভাবে।

সাবা: কিন্তু সবার তো নিজের মত, নিজের অনুভূতি, নিজের পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশের স্বাধীনতা আছে!

খুশি আপা: যতক্ষণ না তাতে অন্যের কোনো ক্ষতি হচ্ছে, ততক্ষণ নিশ্চয়ই আছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ৭ম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বই; ৫৩ পৃষ্ঠা

ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া শব্দ নিয়ে শঠতা

পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন স্থানে ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শঠতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে শরীফার গল্পে শরীফা নিজের পরিচয় দিচ্ছে; 'আমার শরীরটা ছেলেদের মত হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে।' অর্থাৎ সে ট্রান্সজেন্ডার বলে নিজেকে প্রকাশ করলো। কারণ একজন হিজড়া বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের শরীর কখনোই ছেলেদের মত নয়। কিন্তু পরের প্যারাগ্রাফেই বলা হচ্ছে; 'আমরা হলাম তৃতীয় লিঙ্গ (থার্ড জেন্ডার)'। যেন শব্দের ফাঁদে ফেলে ট্রান্সজেন্ডারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে। আবার শব্দটা উল্লেখ করে আপাতত সেন্টিমেন্ট উস্কে দেয়া থেকে বিরত থাকা হচ্ছে।

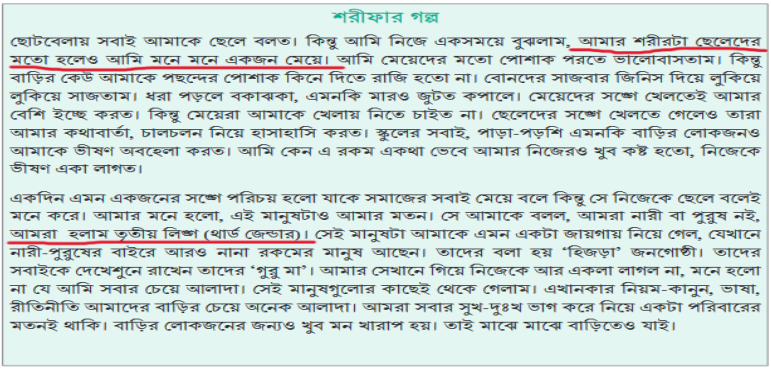

শরীফার গল্প

ছোটবেলায় সবাই আমাকে ছেলে বলত। কিন্তু আমি নিজে একসময়ে বুঝলাম, আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে। আমি মেয়েদের মতো পোশাক পরতে ভালোবাসতাম। কিন্তু বাড়ির কেউ আমাকে পছন্দের পোশাক কিনে দিতে রাজি হতো না। বোনদের সাজবার জিনিস দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সাজতাম। ধরা পড়লে বকাঝকা, এমনকি মারও জুটত কপালে। মেয়েদের সঙ্গে খেলতেই আমার বেশি ইচ্ছে করত। কিন্তু মেয়েরা আমাকে খেলায় নিতে চাইত না। ছেলেদের সঙ্গে খেলতে গেলেও তারা আমার কথাবার্তা, চালচলন নিয়ে হাসাহাসি করত। স্কুলের সবাই, পাড়া-পড়শি এমনকি বাড়ির লোকজনও আমাকে ভীষণ অবহেলা করত। আমি কেন এ রকম একথা ভেবে আমার নিজেরও খুব কষ্ট হতো, নিজেকে ভীষণ একা লাগত।

একদিন এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো যাকে সমাজের সবাই মেয়ে বলে কিন্তু সে নিজেকে ছেলে বলেই মনে করে। আমার মনে হলো, এই মানুষটাও আমার মতন। সে আমাকে বলল, আমরা নারী বা পুরুষ নই, আমরা হলাম তৃতীয় লিঙ্গ (থার্ড জেন্ডার)। সেই মানুষটা আমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল, যেখানে নারী-পুরুষের বাইরে আরও নানা রকমের মানুষ আছেন। তাদের বলা হয় 'হিজড়া' জনগোষ্ঠী। তাদের সবাইকে দেখেশুনে রাখেন তাদের 'গুরু মা'। আমার সেখানে গিয়ে নিজেকে আর একলা লাগল না, মনে হলো না যে আমি সবার চেয়ে আলাদা। সেই মানুষগুলোর কাছেই থেকে গেলাম। এখানকার নিয়ম-কানুন, ভাষা, রীতিনীতি আমাদের বাড়ির চেয়ে অনেক আলাদা। আমরা সবার সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিয়ে একটা পরিবারের মতনই থাকি। বাড়ির লোকজনের জন্যও খুব মন খারাপ হয়। তাই মাঝে মাঝে বাড়িতেও যাই।

হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারের মাঝে ইচ্ছাকৃত তালগোল পাকানো হয়েছে একই বইয়ের ৪১ পৃষ্ঠায়। সেখানে চারজন ব্যক্তির ছবি প্রকাশ করা হয়েছে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে। অথচ তাদের একজন তৃতীয় লিঙ্গ তথা হিজড়া হলেও বাকি তিনজনই রূপান্তরিত লিঙ্গ তথা বিকৃত ট্রান্সজেন্ডার।

জনাব নজরুল ইসলাম ঋতু হিজড়া সম্প্রদায় থেকে
নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান

জনাব শাম্মী রানী চৌধুরী, উন্নয়ন কর্মী, বেসরকারি সংস্থার
এবং জাতীয় পর্যায়ের নৃত্যশিল্পী

জনাব লিনিয়া শাম্মী
বিউটিশিয়ান এবং উন্নয়ন কর্মী

জনাব বিপুল বর্মণ
ঢাকার একটি বাথিং হাউসে কর্মরত।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ৭ম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বই; পৃষ্ঠা ৪০

উপরের ছবিতে চারজন ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে। যাদের মাঝে শেষজন তথা বিপুল বর্মণ তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হলেও বাকি তিনজন তথা নজরুল ইসলাম ঋতু, শাম্মী রানী চৌধুরি ও লিনিয়া শাম্মী হলেন ট্রান্সজেন্ডার। বিভিন্ন সময়ে মিডিয়া তাদেরকে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে পরিচিত করিয়ে দিয়েছে।

ইংরেজপ্রীতি

ইংরেজ উপনিবেশ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা

দখলদার গোষ্ঠী কখনো কখনো নিজেদের শাসনের স্বার্থে শোষিত জাতিকে বিভিন্ন ধরণের সুবিধা দিয়ে থাকে। কখনো তারা নিজেদের শাসনের সুবিধার্থে অবকাঠামগত বিভিন্ন উন্নয়নও করে থাকে। কিন্তু শোষিত জাতি কখনোই দখলদারদের সেসব উন্নয়নকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। কারণ তাদের স্বাধীনতার হরণের তুলনায় এসব উন্নয়ন শুধুমাত্র চোখে ধুলো দেয়ার নামান্তর।

ধরুন, পাকিস্তানিরা ২৩ বছর বাংলাদেশ শাসন করেছে। এ সময়ে তারা বাংলাদেশে কিছু কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়নও করেছে। কিন্তু কেউ যদি লিখে;

‘পাকিস্তানি শাসনের কিছু ভালো দিক উল্লেখ করো’ তাহলে অবশ্যই তাকে দেশবিরোধী ও স্বাধীনতা বিরোধী বলেই চিহ্নিত করা হবে। ঠিক একই কাজ করা হয়েছে নতুন পাঠ্যক্রমের বইগুলোতে। বৃটিশ উপনিবেশের গণহত্যা, নিপীড়ন, লুণ্ঠন, দমন পীড়নকে এক প্রকার এড়িয়ে গিয়ে পাঠ্যপুস্তকে লেখা হয়েছে বৃটিশ শাসনের ভালো দিক।

ব্রিটিশ শাসনের কিছু ভালো দিক :

- নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হয়।
- সড়কপথ ও রেলপথ উন্নয়ন এবং টেলিগ্রাফ প্রচলনের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়।
- শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণ ঘটে। এসময় সামাজিক সংস্কারসহ শিক্ষা, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের পঞ্চম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচিত বইয়ের ১৬ নং পৃষ্ঠা

০২

১৮২৯ সালে বাংলার গর্ভনর জেনারেল লর্ড বেনটিংক, ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা বন্ধের আইন জারি করেন

তার এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে ৩০০ সুপরিচিত হিন্দু সমাজ সংস্কারক লর্ড বেন্টিংককে ধন্যবাদ দেন। তিনি বলেন, 'সজ্ঞানে নারী হত্যা করার যে দুর্নাম আমাদের চরিত্রের সাথে জুড়ে গিয়েছিল তা থেকে চিরতরে আমাদের মুক্তির জন্য ধন্যবাদ।'

(সংগৃহিত সৌতিক বিশ্বাস, বিবিসি)

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের ৬০ নং পৃষ্ঠা

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞা

০৩

একটি বৃটিশ সাপ্তাহিকে ২রা ডিসেম্বর ১৯১১ সালে প্রকাশিত আর্টিকেল

আমরা (ব্রিটিশরা) ভারতকে কেবল অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং জীবনযাপন ও সম্পত্তির নিরাপত্তাই দেইনি, দেশের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে গভীরভাবে পরিবর্তন করেছি।'

(সংগৃহিত, সম্পাদক, THE ECONOMIC TIMES)

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের ৬১ নং পৃষ্ঠা

এ ভূখণ্ডের মানুষের উপর নিপীড়ন চালানো অত্যাচারী ইউরোপিয়ানদের বলা হয়েছে সংস্কারক। এই শোষকগোষ্ঠী সমাজসংস্কারে অবদান রেখে বলে উল্লেখ করা হয়েছে নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে।

শোষিত মানুষেরা ধীরে ধীরে নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়েছে এবং ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এই সময়ই ব্যাপকভাবে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে কখনো অস্ত্র হাতে আবার কখনো অস্ত্র ছাড়াই লড়াই করতে দেখা যায়। ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষার বিস্তার ঘটে, কতিপয় দেশীয় এবং ইউরোপীয় সমাজ সংস্কারক কুসংস্কার ও গোঁড়ামিমুক্ত নতুন সমাজ নির্মাণে ব্রত হন। এর ফলে মানুষের মধ্যে সার্বিক শিক্ষা ও অধিকার সচেতনতার বোধ আরও প্রবল হয়। নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ বিপ্লবী আন্দোলন– এই দুই ধারাতেই এখানে মানুষের রাজনৈতিক জাগরণ ঘটে। ধারাবাহিক আন্দোলন, বিপ্লব, মিছিল ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলা অঞ্চলের মানুষ একসময় সত্যিকার অর্থেই শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণে রাজনৈতিক সাফল্য অর্জনের পথে এগিয়ে যায়।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের নবম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের ১০৫ পৃষ্ঠা

মুসলিমদের অবদান গোপনের চেষ্টা

স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিমদের নাম নেই

ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবর্ষের মুসলিমদের অবদান অনস্বীকার্য। আলিমসমাজ সহ সাধারণ মুসলিম জনতার প্রতিরোধে এ দেশ ছেড়ে গিয়েছিলো ইংরেজরা। কিন্তু এনসিটিবির নতুন পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায় নি কোন মুসলিম স্বাধীনতাকামীর নাম। শুধুমাত্র সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নাম দিয়ে যেন বোঝানো হলো; মুসলিমরা স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মত্যাগের ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলো।

ইংরেজ শাসনের অবসান পর্ব

শিক্ষা-সংস্কৃতির পাশাপাশি রাজনৈতিক দাবি আদায়েরও ভাষা তৈরি হচ্ছিল মানুষের মধ্যে। ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নামে দুটি রাজনৈতিক দল কাজ করছিল। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারকে উপমহাদেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন। বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলনের সংগঠকদের মধ্যে ক্ষুদিরাম, অরবিন্দ ঘোষ, প্রফুল্ল চাকি, মাস্টার দা সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতর্কিত বোমা হামলা, উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসার হত্যা, পরিকল্পিত আক্রমণ ছিল বিপ্লবী যোদ্ধাদের আন্দোলন পরিচালনার বিশেষ নীতি। সশস্ত্র এই আন্দোলনে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেন, কারারুদ্ধও হন। কিন্তু আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হননি। এসব আন্দোলন-সংগ্রামের ফলে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামের নতুন দুটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে নবমশ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের ১১০ পৃষ্ঠা

বিভেদ দূর করার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান উল্লেখ নেই

ভারত উপমহাদেশের মানুষের মাঝে জাত-গোত্র-বর্ণের যে বিভেদ তৈরী হয়েছিলো তা দূর করার ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম এবং মুসলিমদের অবদান

অনস্বীকার্য। মানুষের মানুষে সমতার এই দর্শন এ ভূখণ্ডের মানুষের মাঝে দ্রুত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ ছিলো। কিন্তু এনসিটিবির পাঠ্যপুস্তকে ইসলাম ও মুসলিমদের এই অবদানকে সুকৌশলে গোপন করে তার পুরোপুরি কতৃত্ব দেয়া হয়েছে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও পশ্চিমাসভ্যতাকে।

> তবে নগরায়ণ, শিল্পায়ন, উদারনৈতিক আধুনিক শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি জাতি-বর্ণের ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং যেকোনো জাতি-বর্ণের লোক ক্রমে যেকোনো পেশা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। মুদ্রাবাজার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় তথাকথিত নিচু জাতি জমি কিনতে ও জমির মালিক হিসেবে পদমর্যাদা ও ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রসার এবং উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে যোগ্যতার ভিত্তিতে সব বর্ণের মানুষই সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থায় উচ্চপদে আসীন হচ্ছেন। তবে কোনো কোনো পশ্চাৎপদ সমাজে জাতি-বর্ণের প্রভাব এখনো রয়েছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের নবম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বই; ১১৮ পৃষ্ঠা

মুসলিম শাসকদের ইতিহাস এড়িয়ে যাওয়া

মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাসের বয়ান সুচতুরভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে মুসলিম শাসকদের কথা। ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের পেছনে ইংরেজদের অবদানের কথা উল্লেখ থাকলেও মুসলিম শাসকদের অবদানের কথা জায়গা পায় নি কোথাও। বাধ্য হয়ে যেখানে তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে হাজার বছরের ইতিহাসের জন্য মাত্র কয়েকটি বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও বিদেশী শাসক বলে তাদের প্রতি বিরাগভাজন মানসিকতা তৈরীর চেষ্টা করা হয়েছে।

> বখতিয়ার খলজি খুব সম্ভবত রাজধানী স্থাপন করেছিলেন লক্ষণাবতীতে যা পরে লখনৌতি (বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহ) নামে পরিচিত হয়। খলজি রাজারা ছিলেন ইসলাম ধর্মের অনুসারী। কিন্তু বাঙলা অঞ্চলের মানুষ তখন ছিলেন সনাতনি ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম আর লোকধর্মের অনুসারী। ধীরে ধীরে পির, সুফি, দরবেশ ও শাসকদের প্রচারে ইসলাম বাংলার বিভিন্ন অংশে সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত পরিচিতি লাভ করে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের নবমশ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বই; ১০০ পৃষ্ঠা

যেন বলা হলো; বখতিয়ার খিলজির আগমনের পূর্বে এ ভূখণ্ডের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে নি। তখন শুধু অন্যধর্মের মানুষই এখানে বসবাস করতো। বখতিয়ার খিলজি আগমনের পরই এ ভূখণ্ডে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে।

পশ্চিমা মতাদর্শের শিক্ষা

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রমের পাঠ্যপুস্তকগুলো যেন পশ্চিমা মতবাদগুলো প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এদেশের মানুষের স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমাদের মতবাদ আমদানি করা হয়েছে পাঠ্যপুস্তকে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, মানবতাবাদ, নারীবাদ, সাম্যবাদ, জাতীয়তাবাদ সহ এমন কোন পশ্চিমা মতবাদ নেই যা এনসিটিবির পাঠ্যপুস্তকে নেই। বিভিন্নভাবে এসব মতবাদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে বইয়ের পাতায় পাতায়।

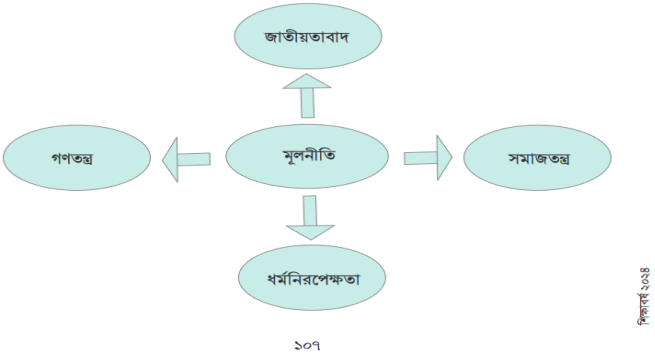

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ৮ম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বই; ১০৭ পৃষ্ঠা

৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্রপরিচালনা ও সংবিধানের মূলনীতি শেখানো হচ্ছে। সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকলেও পাঠ্যপুস্তকের মূলনীতিতে ইসলামের কোন স্থান নেই।

নারীবাদ

পাঠ্যপুস্তকের পাতায় ছড়িয়ে আছে নারীবাদের পয়জন। যে নারীবাদ পশ্চিমাদের পারিবারিক সম্প্রীতি ও সামাজিক স্থিরতাকে বিনষ্ট করেছে সেই নারীবাদকে এ দেশে আমদানী করার চেষ্টা চালাচ্ছে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গ সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষ সংঘ। তাই প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকেই কোন না কোনভাবে এদেশের নারীবাদীদের আইকন বেগম রোকেয়াকে টানা হচ্ছে।

নারী-পুরুষ সমতা

১ নারী জাগরণের অগ্রদূত

সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারী-পুরুষ সমান অংশগ্রহণ এবং সমান অধিকার ভোগ করতে না পারলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। এ প্রসঙ্গে কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন–

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

ভারতীয় উপমহাদেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমাজকে সচেতন করতে অসামান্য অবদান রাখেন বেগম রোকেয়া। তিনি মনে করতেন নারী-পুরুষের মধ্যে বিভাজন নয় বরং সহযোগিতা প্রয়োজন। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বেগম রোকেয়ার শিক্ষার প্রতি অসীম অনুরাগ ছিল। তিনি নারী শিক্ষার বিষয়ে সমাজে অসামান্য অবদান রাখেন।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ৫ম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচিত বইয়ের ৬৪ পৃষ্ঠা

৪ নারী অধিকার লঙ্ঘন

আমাদের সমাজে কীভাবে মেয়েরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা জেনে নিই :

- মেয়েরা ছেলেদের মতো শিক্ষার সমান সুযোগ পায় না।
- চাকরির ক্ষেত্রেও মেয়েরা পিছিয়ে থাকে।
- কাজের ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের মতো সমান পারিশ্রমিক পায় না।
- বাড়িতে কাজে সহায়তাকারীরা যথাযথ পারিশ্রমিক, খাবার ও স্বাস্থ্যসেবা পায় না।
- বাড়িতে কাজে সহায়তাকারীদের অনেক সময় আমাদের দেশ থেকে অন্য দেশে পাচার করে দেওয়া হয়।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ৫ম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচিত বইয়ের ৬২ পৃষ্ঠা

সিডো (CEDAW)

সিডো শব্দটা আজকাল বেশ শোনা যায়। এটি হলো নারীর অধিকার রক্ষার একটি সনদ। ইংরেজিতে পুরো নামটা Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)। বাংলায় এর মানে দাঁড়ায়– নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ।

দেশে-দেশ, সমাজে-সমাজে, পরিবারে-পরিবারে নারী ও পুরুষের মাঝে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই সিডোর মূল লক্ষ্য। তা ছাড়াও এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে যুগ যুগ ধরে নারী যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকা পালন করে আসছে তার যথাযথ স্বীকৃতি দান। এ ছাড়া আরও লক্ষ্য হলো সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা স্থাপন এবং মানুষ হিসেবে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের নবম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের ১২১ পৃষ্ঠা

মানবতাবাদ

নবম শ্রেণীর বইয়ে মানবতাবাদের শ্লোগান

ভূমিকা পালন করেছে। বাংলা অঞ্চলে নানান ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও এই ভূমির সকল মানুষ সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক আশ্চর্য বন্ধনে আবদ্ধ। ধর্মের চেয়ে মানুষ পরিচয় সব সময়ই এখানে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। জীবনানন্দ দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম– সবাই মানবতার জয়গান করেছেন। মধ্যযুগের কবির ভাষায়–

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'।

তোমরা পরবর্তীতে বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস আরও বিস্তৃত পরিসরে পাঠ করার সুযোগ পাবে, তখন উৎসের গভীরতা অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনেক সত্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে। কিন্তু একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কেবল রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস পাঠ করে এই ভূমির মানুষকে তুমি মোটেই জানতে ও বুঝতে পারবে না। মানুষকে জানতে হলে মানুষের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি– সবই জানতে হবে। তোমরা

১০০

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের নবম ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের ১০০ পৃষ্ঠা

সাম্যবাদ

৮ম শ্রেণীতে নজরুলের সাম্যবাদী কবিতা

সাম্যবাদী

কাজী নজরুল ইসলাম

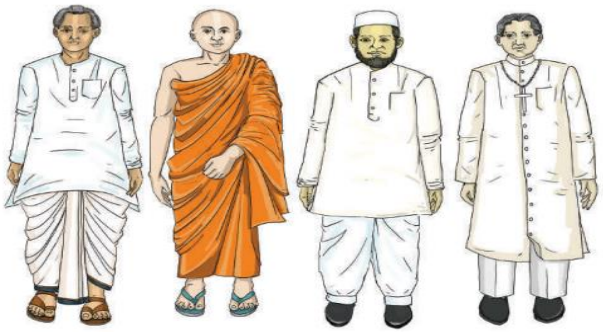

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ৮ম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের ১১৬ পৃষ্ঠা

৯ম শ্রেণীর বই থেকে তুলে দেয়া হলো জিহাদ

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ৯ম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে একটি অধ্যায় ছিলো জিহাদ শিরোনামে। ২০২৪ এসে তা তুলে দিয়ে তার পরিবর্তে দেয়া হয়েছে পরমতসহিষ্ণুতা।

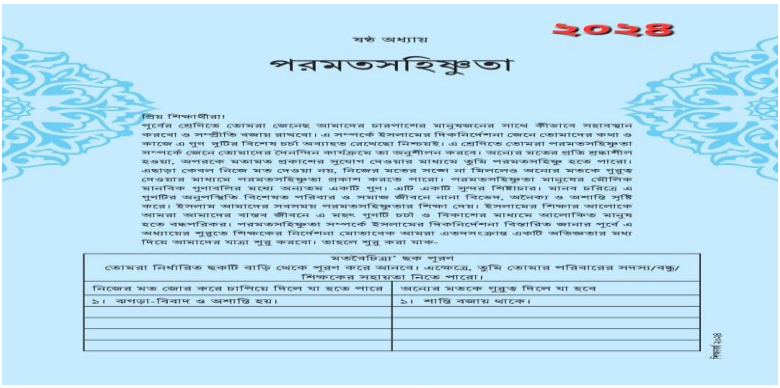

২০২৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরমতসহিষ্ণুতা

প্রিয় শিক্ষার্থীরা!

পূর্বের শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ আমাদের চারপাশের মানুষজনের সাথে কীভাবে সহাবস্থান করবো ও সম্প্রীতি বজায় রাখবো। এ সম্পর্কে ইসলামের দিকনির্দেশনা জেনে তোমাদের কথা ও কাজে এ গুণ দুটির বিশেষ চর্চা অব্যাহত রেখেছো নিশ্চয়ই। এ শ্রেণিতে তোমরা পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে জেনে তোমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে তা অনুশীলন করবে। অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, অপরকে মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে তুমি পরমতসহিষ্ণু হতে পারো। এছাড়া কেবল নিজে মত দেওয়া নয়, নিজের মতের সঙ্গে না মিললেও অন্যের মতকে গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমে পরমতসহিষ্ণুতা প্রকাশ করতে পারো। পরমতসহিষ্ণুতা মানুষের মৌলিক মানবিক গুণাবলির মধ্যে অন্যতম একটি গুণ। এটি একটি সুন্দর শিষ্টাচার। মানব চরিত্রে এ গুণটির অনুপস্থিতি বিশেষত পরিবার ও সমাজ জীবনে নানা বিচ্ছেদ, অনৈক্য ও অশান্তি সৃষ্টি করে। ইসলাম আমাদের সবসময় পরমতসহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়। ইসলামের শিক্ষার আলোকে আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে এ মহৎ গুণটি চর্চা ও বিকাশের মাধ্যমে আলোকিত মানুষ হতে বদ্ধপরিকর। পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে ইসলামের দিকনির্দেশনা বিস্তারিত জানার পূর্বে এ অধ্যায়ের শুরুতে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক আমরা এতদসংক্রান্ত একটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করবো। তাহলে শুরু করা যাক-

মতবৈচিত্র্য' ছক পূরণ তোমরা নির্ধারিত ছকটি বাড়ি থেকে পূরণ করে আনবে। এক্ষেত্রে, তুমি তোমার পরিবারের সদস্য/বন্ধু/শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারো।	
নিজের মত জোর করে চাপিয়ে দিলে যা হতে পারে	অন্যের মতকে গুরুত্ব দিলে যা হবে
১। ঝগড়া-বিবাদ ও অশান্তি হয়।	১। শান্তি বজায় থাকে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

পাঠ ১২

জিহাদ (اَلْجِهَادُ)

২০২৩

পরিচিতি

জিহাদ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পরিশ্রম, সাধনা, কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি। আর ইসলামি পরিভাষায় জান-মাল, ইলম, আমল, লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর দীনকে (ইসলামকে) সমুন্নত করাই হলো জিহাদ। অনেকেই জিহাদ বলতে (শুধু) রক্তপাত ও কতল (হত্যা) বোঝেন। এটা সঠিক নয়। কেননা জিহাদ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। পৃথিবীর যা কিছু উত্তম তাতেই আল্লাহর

১১৯

সন্তুষ্টি। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই শুধু জিহাদ হতে পারে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط

অর্থ : "তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত।" (সুরা আল-হাজ্জ, আয়াত ৭৮)

বস্তুত সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে এবং অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব ধরনের চেষ্টা, শ্রম ও সাধনাই হলো জিহাদ।

জিহাদের প্রকারভেদ

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ তিন প্রকার-

(১) স্বীয় নফসের (প্রবৃত্তির) সাথে জিহাদ করা। যেমন হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন–

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ

অর্থ : "প্রকৃত মুজাহিদ সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে নিজের নফসের (কুপ্রবৃত্তির) সাথে জিহাদ করে।" (মুসনাদে আহমাদ)

এরূপ জিহাদকে রাসুলুল্লাহ (স.) সবচাইতে বড় জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বদর যুদ্ধ থে… ফিরে এসে বলেছেন–

125

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ

অর্থ : "আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের (কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ) দিকে ফিরে এসেছি।" (কানযুল উম্মাল)

(২) জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ করা। এরূপ জিহাদকে পবিত্র কুরআনে জিহাদে কাবির (বড়) বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ○

অর্থ : "সুতরাং আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং আপনি কুরআনের (জ্ঞানের) সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল জিহাদ চালিয়ে যান।" (সুরা আল-ফুরকান, আয়াত ৫২)

(৩) ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এটি হলো জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর। কেউ ধর্মদ্রোহী হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে আঘাত হানলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

জিহাদের গুরুত্ব

জিহাদ ইসলামের একটি আমল। জীবনের সকল ক্ষেত্রে দীনের বৈশিষ্ট্যসমূহ রক্ষা করা এবং ইসলামের বিধিবিধান ও অনুশাসন মেনে চলা যেমন একজন মুমিনের দায়িত্ব, অনুরূপভাবে দীন রক্ষা করা, দীনকে সমুন্নত রাখা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জিহাদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও তেমনিভাবে তার কর্তব্য। মূলত শান্তির জন্য জিহাদ। বান্দাকে মানবীয় কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর অনুগত বানিয়ে দেওয়াই জিহাদের উদ্দেশ্য।

১২১

একাধিক বিবাহকে বলা হলো অন্ধকার প্রথা

ইংরেজদের প্রশংসা করতে গিয়ে ইসলামের বৈধ বিধানগুলোকে অন্ধকার প্রথা বলে কটাক্ষ করা হলো নবম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইতে।

উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই বাংলার প্রচলিত ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা লক্ষ করা যায়। ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবে বাংলার শিক্ষিত সমাজে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আব্দুল লতিফ, বেগম রোকেয়া প্রমুখ ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন এক সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন। এর ফলে বাংলার মানুষের মধ্যে নতুন এক জাগরণ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সরকারের সঙ্গে আলাপ করে মানুষের অধিকার আদায়ের উদ্যোগ গৃহীত হয়। সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের মতো অন্ধকার প্রথাগুলো সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা হয়। শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারমূলক এসব কাজে ইংরেজ গভর্নরদের সম্মতি এবং সহায়তাও এই সময় পরিলক্ষিত হয়। নারীদের অন্তপুরে আবদ্ধ না রেখে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য বেগম রোকেয়া এগিয়ে আসেন। তিনি নিজ উদ্যোগে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখে সমাজের সবাইকে নারীশিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেন। চিন্তায় ও মননে বাংলার তরুণদের সংস্কারমুক্ত করতে দেশীয় মনীষীদের পাশাপাশি ডিরোজিও নামে একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে নবমশ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের ১১০ পৃষ্ঠা

আল কুরআনের দারস

যা কিছু নেই

গত শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি করেছিলো। যার প্রেক্ষিতে কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক প্রত্যাহার করেছিলো এনসিটিবি। এ বছর তারা কিছু সংস্কার এনেছে পাঠ্যপুস্তকে। সচেতন মহলের আপত্তির ভিত্তিতে গত বছরের যা কিছু এ বছর নেই তার একটি তালিকা আমরা যুক্ত করছি।

* ইতিহাস বিকৃতি কমিয়ে আনা হয়েছে গত বছরের তুলনায়।

* বেগম রোকেয়ার যে লেখায় পর্দাকে কটুক্তি করা হয়েছিলো গত বছর সেটা তুলে দেয়া হয়েছে।

* বিজ্ঞান বই থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে বিবর্তনবাদ।

* ষষ্ঠ শ্রেণীর বই থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে দাঁড়িকে কটুক্তি করা লেখাটি।

* বখতিয়ার খিলজিকে নিয়ে মিথ্যাচারগুলো সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

* অসংলগ্ন সব মূর্তি ও মন্দিরের ছবি সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

* প্রচ্ছদ থেকে হিন্দুত্ববাদের সিম্বল সরে গেছে। পদ্মফুল, ঋষি, গেরুয়া রঙ তুলে নেয়া হয়েছে।

আমাদের বার্তা

জাতীয় পাঠ্যক্রমে কয়েক কোটি মুসলিম পরিবারের সন্তানেরা পড়ালেখা করে। মুসলিমদের প্রত্যাশা হলো, তাদের ঈমান, আকিদা ও স্বার্থবিরোধী কোন বিষয় তাদের ট্রাক্সে অর্থে পরিচালিত শিক্ষাক্রমে স্থান না পাক।

ইতিমধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের কভার নিয়ে যা ঘটেছে তা নিয়ে এ দেশের মুসলিমরা ক্ষুদ্ধ। আমরা এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনার দাবী জানাচ্ছি।

সংশ্লিষ্ট মহল ও নীতিনির্ধারক শ্রেণীর প্রতি আমাদের দাওয়াহ, আপনারা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কমেটিতে দেশের শীর্ষ আলিমদের স্থান দিন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের পাঠ্যপুস্তককে তাদের ঈমান, আকিদা ও স্বার্থবিরোধী বিষয় থেকে মুক্ত করুন।

আমাদের দাওয়াতি ভাই ও বোনদের প্রতি,

আপনারা পর্যালোচনা এই পত্রটি যথাসাধ্য প্রচার করার চেষ্টা করুন। বিশেষত স্কুলশিক্ষক, কোচিং শিক্ষক ও প্রাইভেট টিউটরদের হাতে এটি তুলে দিন। যাতে তারা সচেতন হতে পারে এবং পাঠ্যপুস্তক পাঠদানের সময়ই ঈমানবিধ্বংসী বিষয়গুলো থেকে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করতে পারে।

তা ছাড়া অনলাইন ও অফলাইনে আওয়াজ তুলুন। প্রতিবাদ করুন। এ বিষয়গুলোর আলোচনা সর্বোচ্চ মহল পর্যন্ত পৌঁছে দিন। সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিমদের এই শিক্ষাক্রম গুটিকয়েক দুষ্ট সেক্যুলারদের হাতে তুলে দেয়া যাবে না।

মহান আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।